সাধন—রাগানুগা ভক্তি

সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥ রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসি জনে। তার অনুগত ভক্তির "রাগানুগা" নামে॥ ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ—স্বরূপ-লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ॥ রাগময়ী ভক্তির হয় "রাগাত্মিকা" নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ লোভে ব্রজবাসি-ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি॥ 'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন। বাহ্যে—সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥ মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥ মধ্য ২২।

বাহ্য ও অন্তর সাধন। রাগানুগার সাধন দুই রকম—বাহ্য বা যথাবস্থিত দেহের সাধন এবং অন্তর বা মানসিক সাধন। যথাবস্থিত দেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির (অর্থাৎ চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন ভক্তির) অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। আর মনে মনে নিজের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই অন্তশ্চিন্তিতদেহে স্বীয় ভাবানুকূল পরিকরবর্গের আনুগত্যে সর্ব্বদা ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা চিন্তা করিবে; ইহাই মনসিকী সেবা বা অন্তর-সাধন।

ভাবানুকূল পরিকর বলার তাৎপর্য্য এই। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চারিভাবের পরিকর আছেন—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাধক নিজের রুচি-অনুসারে যে কোনও এক ভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা কামনা করিতে পারেন। যিনি দাস্যভাবের উপাসক, রক্তক-পত্রকাদি দাস্যভাবের পরিকরগণই তাঁহার ভাবানুকূল। এইরূপে নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্য ভাবের অনুকূল পরিকর; অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা। স্মরণ রাখিতে হইবে, উপাস্য-ভাব দীক্ষামন্ত্রের অনুকূল হওয়া দরকার।

আর একটী কথা বিবেচ্য। নন্দ-যশোদাদি বা সুবলাদি, কি শ্রীরাধিকাদি ব্রজপরিকরগণ যে যে উপায়ে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিয়া থাকেন, ঠিক সেই সেই উপায়ে শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকার জীবের নাই। নন্দ-যশোদাদি-পরিকরবর্গ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি; স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় তাঁহাদের অধিকার আছে। তাঁহাদের সেবাও স্বাতন্ত্র্যময়ী; তাঁহাদের সেবাকে রাগাত্মিকা সেবা বলে। জীব কিন্তু স্বরূপ-শক্তি নহে, সুতরাং ঠিক স্বরূপ-শক্তির মতন সেবায় জীবের অধিকার নাই। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; আনুগত্যময়ী-সেবাতেই দাসের অধিকার; সুতরাং রাগাত্মিকভক্ত-নন্দ-যশোদাদির আনুগত্যে, তাঁহাদের রাগাত্মিকা সেবার আনুকূল্য-বিধানরূপ সেবাতেই জীবের অধিকার; এই রাগাত্মিকার অনুগতা সেবাকেই রাগানুগা-সেবা বলে।

সিদ্ধদেহ। সিদ্ধদেহ সম্বন্ধেও একটী কথা বলা প্রয়োজন। জীবের যথাবস্থিত দেহ প্রাকৃত, জড়; এই দেহে অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবানের সাক্ষাৎসেবা চলিতে পারে না; অথচ, সাক্ষাৎসেবাই ভক্তের প্রার্থনীয়। সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে সাধক এমন একটী অপ্রাকৃতদেহ পাইতে ইচ্ছা করেন, যাহা তাঁহার অভীষ্ট-সেবার উপযোগী হইবে। এই দেহটীকেই সিদ্ধদেহ বলে। শ্রীগুরুদেব এইরূপ একটী দেহের পরিচয় দিয়া দেন; সাধক এই গুরু-নির্দ্দিষ্টদেহ অন্তরে চিন্তা করিয়া তদ্দেহে শ্রীকৃষ্ণের ভাবানুকূল সেবা করেন বলিয়াই ঐ দেহটীকে অন্তশ্চিন্তিত-দেহও বলে। রাগানুগা-মার্গে মধুরভাবের উপাসকগণের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ—গোপ-কিশোরীদেহ; এই দেহে সাধকের রাধা-দাসী-অভিমান। শ্রীরাধার দাসীগণকে মঞ্জরী বলে; শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধ-মঞ্জরীও আছেন, তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির বিলাস; তাঁহাদের প্রধানার নাম শ্রীরূপ-মঞ্জরী। সাধক মনে মনে চিন্তা করিবেন—শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অষ্টকালীয়-লীলায় শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে গুরুরূপা-মঞ্জরীগণের আদেশে বা ইঙ্গিতে তিনি যেন সর্ব্বদা যুগলকিশোরের সেবা করিতেছেন। এইরূপ চিন্তাই মানসিকী সেবা; রাগানুগাভক্তির সাধনে ইহাই মুখ্য ভজনাঙ্গ। "সাধন স্মরণলীলা, ইহাতে না কর হেলা।" "মনের স্মরণ প্রাণ।" (বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলায় ২২শ পরিচ্ছেদের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিভাবের লীলা করিয়া থাকেন। স্বীয় দীক্ষা-মন্ত্রানুসারে সাধক যে ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবের শ্রেষ্ঠ-পরিকরের আনুগত্যে তিনি স্বীয় সিদ্ধদেহে সেই ভাবের অষ্টকালীন লীলায় শ্রীকৃষ্ণসেবার চিন্তা করিয়া থাকেন। মধুর-ভাবের অষ্টকালীন লীলার উল্লেখ পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডের ৫২শ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। শ্রীরূপগোস্বামীও অল্প কয়েকটী শ্লোকে সূত্রাকারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী তাঁহার "গোবিন্দলীলামৃতে" এবং পরবর্ত্তীকালে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে" উক্ত লীলার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন।

গত দ্বাপরের পূর্ব্বে কোনও এক কলিতে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়। সেই কলিতেও তিনি রাগানুগা-ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন; তাই বোধ হয়, পদ্মপুরাণে অষ্টকালীন লীলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই কলির উপদেশাদি ক্রমশঃ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই পরম-কৃপালু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বর্ত্তমান্ কলিতে আবার অবতীর্ণ হইয়া রাগানুগাভক্তি প্রচার করিয়া জীবের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। একথাই শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন। "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥" পূর্ব্ব-প্রচারিত রাগানুগাভক্তির অবশেষ দাক্ষিণাত্যে শ্রীল রামানন্দরায়-প্রমুখ দু'চারজন ভক্তের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাতেই সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের উক্তি প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বপ্রচারিত রাগানুগাভক্তির অন্তর্নিহিত নীতি যে অন্য সাধক-সম্প্রদায়ের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে তাহারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দক্ষিণমথুরা হইতে কামকোষ্ঠিতে আসিয়াছিলেন, তখন এক রামভক্ত বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। প্রভু নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়া—"কৃতমালায় স্নান করি আইলা তাঁর ঘরে। ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র পাক নাহি করে॥ মহাপ্রভু কহে তাঁরে—শুন মহাশয়। মধ্যাহ্ন হইল, কেনে পাক নাহি হয়॥ বিপ্র কহে—প্রভু মোর অরণ্যে বসতি। পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥ বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ। তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন॥ তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা। আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা॥ ২।৯।১৬৫-৬৯॥" বিপ্র শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটী-লীলার স্মরণ করিতেছিলেন, ইহাই উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা গেল। এইরূপ লীলা-স্মরণ রাগানুগা সাধন-ভক্তিরই অনুরূপ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নবদ্বীপ-লীলা এবং বৃন্দাবন-লীলা—এই উভয় লীলার সেবাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাম্য। সুতরাং বাহ্যপূজাদিতে নবদ্বীপে সপরিকর পঞ্চতত্ত্বের পূজাদি করিয়া ব্রজে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করা কর্ত্তব্য এবং মানসিকী সেবাতেও নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা স্মরণের পরে বৃন্দাবনে সপরিকর শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের লীলাস্মরণই বিধেয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় নবদ্বীপ-লীলায় আবেশ জন্মিলে ব্রজলীলা আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইতে পারে। তাই শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।" কবিরাজগোস্বামীও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশ দিকে বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে।"

——